Aarthik Lipi

Global standard warning label will boost India's packaged food export

গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্নিং লেবেল প্যাকেটজাত খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি বৃদ্ধি করবে

নয়াদিল্লি : দুনিয়াজুড়ে আল্ট্রা-প্রোসেসড প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার ও চাহিদায় অভূতপূর্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ভারত, বিজ্ঞান ভিত্তিক ফ্রন্ট অফ প্যাকেট লেবেলিং এর ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে দেশের অগ্রণী শিল্প ও উৎপাদক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা দুনিয়ায় প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রী রপ্তানি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সুঅভ্যাস হিসাবে ফ্রন্ট অফ প্যাকেট লেবেলিং এর ব্যবহার বৃদ্ধির পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। বিশ্ব বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এম এস এম ই গুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় এক্ষেত্রে সেগুলির অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। ভারত থেকে আল্ট্রা-প্রোসেসড খাদ্য সামগ্রী এবং পানীয় রপ্তানিতে বৃদ্ধিহার সর্বাধিক। এগুলি এমন পণ্য যাতে রয়েছে অতিরিক্ত চিনি অর্থাৎ অ্যাডেড সুগার , সল্ট বা নুন এবং অ্যাডিটিভস, পাশাপাশি এগুলি বিশেষভাবে তৈরি বা আল্ট্রা-প্রোসেসড। ইউরোমনিটর এর ২০০৬-২০১৯ এর সেলস ডেটা বা বিক্রয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ১৩ বছরে, ভারতে প্যাকেটজাত খাবার এবং নরম পানীয় সামগ্রীর খুচরা মূল্য ৪২ শতাংশ বেড়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে ভারত সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে দারুণ সম্ভাবনাময় হিসাবে দেখছে। এই শিল্পের আকার বর্তমানে ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের হলেও আগামী দিনে তা ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতের খাদ্য সামগ্রীর বাজারের প্রায় ৩২ শতাংশ এখন 'প্রোসেসিং ইন্ডাস্ট্রি' বা 'প্রক্রিয়াকরণ শিল্প'-র হাতে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে সুস্বাদু, দেশে উৎপন্ন নানা স্ন্যাকস আর কনফেকশনারি উৎপাদক বিরাট আকারের এম এস এম ই ক্ষেত্র এই বৃদ্ধি অর্জনে বড় ভূমিকা রেখেছে। সম্ভাবনার এই দিকটি উপলব্ধি করে, সরকার, প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যের জন্য ফুড পার্ক তৈরিতে উৎসাহ দিচ্ছে যাতে করে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রী বা প্রোসেসড ফুড এর রপ্তানি বাড়ে। ১০,৯০০ কোটি টাকার প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেন্টিভ স্কিম ফর ফুড প্রোসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ বা উদ্যোগ ভারতে বিশ্বমানের উৎপাদন সংস্থা তৈরি এবং বিশ্ব বাজারে তা রপ্তানির জন্য ভারতীয় খাবারের ব্র্যান্ড গুলিকে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, গুজরাটের রাজকোট ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার ইউনিয়নের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিনোদ ব্যাস বলেন, ''বিশ্বব্যাপী খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন শিল্প, তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলি যাতে উপভোক্তাদের জন্য নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর হয় তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমরা বিশ্বজুড়ে সর্বোত্তম অনুশীলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ লেবেলগুলি গ্রহণ করে ভারতীয় খাদ্য পণ্যগুলিকে বিশ্ব মঞ্চে নিয়ে যেতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে ভারত যদি উন্নয়নমুখী কিছু পদক্ষেপ ক'রে 'হাই ইন' স্টাইলের ওয়ার্নিং লেবেল ব্যবহার শুরু করে তবে ট্রেন্ড সেটার হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবে না''। যদিও ভারতে ডায়াবেটিস, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্থূলতার মতো খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নানা রোগব্যধির বৃদ্ধি উদ্বেগজনক এবং শিশুদের মধ্যে স্থূলতার ক্ষেত্রেও ব্যপক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ভারতীয় উপভোক্তারা ২০৩০ সালের মধ্যে প্রক্রিয়াজাত এবং ব্র্যান্ডেড খাদ্য পণ্যগুলিতে ৬ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করবেন। অতি-প্রক্রিয়াজাত বা আল্ট্রা-প্রোসেসড খাবার আজকাল খাদ্যতালিকায় প্রথম সারির পছন্দ হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে ফলে একটি শক্তিশালী বার্তা দেওয়া এবং খাবারের প্যাকেটগুলিতে সতর্কতা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে এই শিল্প বড় ভূমিকা নিতে পারে। এই বিষয়টিতে শিল্পের প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গের প্রাণ বেভারেজেস ইন্ডিয়া লিমিটেডের কোম্পানি সেক্রেটারি কৌশিক নাগ বলেন, ''আমরা শক্তিশালী এফওপিএল , ব্যবস্থা গ্রহণকে স্বাগত জানাচ্ছি। কোন খাবার কতটা স্বাস্থ্যকর, তা গ্রাহকরা সহজেই বুঝতে পারবেন এই লেবেল এর মাধ্যমে। গবেষণায় দেখা গেছে যে উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী স্বাস্থ্যকর করে তুলতে রিফর্মুলেশন দীর্ঘমেয়াদে মুনাফা বৃদ্ধি করে। আমরা যদি আমাদের উৎপাদিত খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীকে আরও স্বাস্থ্যকর করে তুলি, তবে তা দেশীয় বাজারের উপভোক্তাদের পছন্দকে পরিবর্তন করবে''।পাঞ্জাবের পামকো ফুড প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডিরেক্টর গুরজিৎ সিং কাম্বোজ বলেন, ''আমরা আমাদের উৎপাদন সক্ষমতাকে এমনভাবে বাড়াতে চাই যা উপভোক্তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নয়। আমাদের মতো শিল্পসংস্থাগুলি উপভোক্তা বান্ধব লেবেল গ্রহণ করতে সবসময় ইচ্ছুক কারণ এর ফলে পরিবারগুলি নিজেদের জন্য স্বাস্থ্যকর সামগ্রী বেছে নিতে পারবেন, বিনিময়ে এই শিল্পে লাভ ও কর্মসংস্থান বাড়বে''। অনুষ্ঠানের শেষে কনজিউমার ভয়েস-এর সিওও এবং ফ্যাসাই -এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন সদস্য মিঃ অসীম সান্যাল বলেন, ''আনন্দের বিষয় এই যে প্রধান অংশীদার হিসাবে খাদ্য শিল্প, এমন একটি লেবেল গ্রহণ করতে প্রস্তুত যা দেশের জন্য সর্বোত্তম।